দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দামুড়হুদার ৩৩ স্কুলে চারু ও কারু কলার শিক্ষক নেই

মুখস্থ করার অভ্যাস গড়ে তুলছে

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) উপজেলা সংবাদদাতা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের তেত্রিশটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক চারু ও কারু কলা বিষয়টি আবশ্যিক থাকলেও নিয়মিত পাঠদানের জন্য আজও পর্যন্ত কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে আসন্ন জেএস সি পরীক্ষায় এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আশানুরুপ ফলাফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বিরাজ করছে। ফলে উপজেলার সকল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সহ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় মোট ৩৩টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার প্রথ মব্যারের মত চারু ও কারু কলা বিষয়ে ছাত্র- ছাত্রীরা জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে । কিন্তু ৮ম শ্রেণীতে চারু ও কারু কলা পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ের ওপর কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। তবে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পড়া-লেখা চালিয়ে নিতে ও জেএসসি'তে ভাল ফলাফলের জন্য নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষক দিয়ে পাঠ দান করছে এমন মন্তব্য অনেক স্কুলের শিক্ষকদের। আবার এমনও অভিযোগ রয়েছে অনেক জেএস জি পরীক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পাঠদান করা হয় না। অনেক জেএস সি পরীক্ষার্থী স্কুলে এ বিষয়ে শিক্ষকের অভাব আছে জেনে শুনে শুধু মাএ পাশ করার জন্য মুখস্ত করার অভ্যাস গড়ে তুলেছে।

স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রুবেল নামের জেএসসি এক পরীক্ষার্থী বলে, কোন শিক্ষক দিয়ে এ বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা দেয়া হয়নি। শিক্ষক না থাকার অজু হাতে বছরের বেশির ভাগ সময় এ বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হতো না । তাই ও বিষয়ের ওপর অনেকের মত আমারও সঠিক স্বচ্ছ ধারণা খুব একটা নেই। পাশের জন্য মুখস্ত করা ছাড়া কিছু করার নেই। শিক্ষকরা বলেছেন, মুখস্ত করলে এই সহজ বিষয়ে পাশ হয়ে যাবে। উপজেলা সদরের দামুড়হুদা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের স্কুল পরিচালনা পূর্ষদের সভাপতি মো, ইসমাইল হোসেন বলেন, উপজেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় চারু ও কারু কলা বিষয়ে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। চলতি বছরের ২০১৩ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চারু ও কারু কলাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বছর অনুষ্ঠেয় জেএসসি পরীক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। তবে এ স্কুলে অন্য শিক্ষক দিয়ে এ বিষয়ে পাঠ দান করা হচ্ছে। আসন্ন জেএস সি পরীক্ষর্থীদের ভাল ফলাফলের জন্য স্কুলটি নিজস্ব উদ্যোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিকাশ রায় বলেন, জনবল কাঠামো সংশোধন হয়ে না আশা পর্যন্ত বেসরকারি স্কুলগুলোতে এ পদে কোন নিয়োগ দেয়া যাবে না।